আর্থিক লিপি

শিলিগুড়ি, শুক্রবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

*Siliguri, Friday, September 14, 2018*
*Arthik lipi, Page 3*

# মাঝেরহাট ব্রিজ বিপর্যয়, বামেদের প্রস্তাব খারিজ

স্টাফ রিপোর্টার: ভেঙেপড়া মাঝেরহাট ব্রিজের ইস্যুতে কিছু বিষয় আলোচনা করতে চেয়েছিল বামেরা। আর সেই প্রস্তাবই খারিজ করে দেয় পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়। আর সেই নিয়ে বৃহস্পতিবার উত্তাল হয়ে ওঠে পুর অধিবেশন। বামেদের প্রস্তাবে লেখা ছিল, সাম্প্রতিক কলকাতায় মাঝেরহাট ব্রিজ ভেঙে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে শহরের ব্রিজগুলি রক্ষণাবেক্ষণের প্রশাসনিক ব্যর্থতায় মানুষ আতঙ্কিত। অবিলম্বে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করে দায়ী শনাক্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করে জনমানসে নিরাপত্তা অর্জন করতে হবে। তবে এই প্রস্তাব পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায় তা খারিজ করে দেন। কেনই বা প্রস্তাব গ্রহণ করা হল না এবং বারংবার আমাদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে কিছু বলতে গেলেই মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনটাই অভিযোগ করে বামেরা। এই বিষয়ে বাম দলনেত্রী রত্না রায় মজুমদার সাংবাদিকদের জানান, পুরসভার অধিবেশন নামে এখানে প্রহসন চলে। কিছু বলতে গেলেই বলতে দেওয়া হয় না। আমাদের প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়া হয়। এমনকি ২১ আগস্ট পুর অধিবেশনের যে কার্যবিবরণী ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়, সেখানে কিছু বিষয় উল্লিখিত হয়নি। সেগুলি হল, শোক প্রস্তাবে কেরালার বন্যা দুর্গতদের জন্য বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে শোক জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল এবং তার সঙ্গে ওই দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পুর প্রতিনিধিদের প্রত্যেক মাসের সাম্মানিক ভাতা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করার বিষয়টিও কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয়নি।' তিনি আরও বলেন, প্রায় ২০ টি ব্রিজের অবস্থা খুব খারাপ শহরে। কলকাতার মানুষ যারা নিত্যদিন ট্রেনে, বাসে করে যাতায়াত করে তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমরা ওই প্রস্তাব আনতে চেয়েছিলাম। তবে তা আনতে দেওয়া হয়নি। আর ডেঙ্গু নিয়ে তথ্য গোপন করছে কলকাতা পুরসভা। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৩ থেকে ১৪ জন মারা গেছে। ডেঙ্গু শুনেই মানুষের মনের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হচ্ছে। এই বিষয়ে যখন আমাদের প্রতিনিধিই সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন করতে যায়, তখন তা খারিজ করে দেওয়া হয়। এটি একটি সৈরাচারী পদক্ষেপ।' মাঝেরহাট ব্রিজ প্রসঙ্গে আরও একটি প্রস্তাব এনেছিলেন কংগ্রেস কাউন্সিলর প্রকাশ উপাধ্যায়। তবে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেন চেয়ারপার্সন মালা রায়। প্রকাশবাবু এই বিষয় নিয়ে বলতে উঠলে তিনি বামেদের খোঁচা দিয়ে মন্তব্য করেন, এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। এটা নিয়ে আলোচনাটা শোনা উচিত ছিল। কারণ তার আগেই পুর অধিবেশন ওয়াকআউট করে বামেরা চলে যায়। প্রকাশবাবু বলতে উঠলে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। তা নিয়েও মালা রায় বলেন, আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে বলুন। তবে প্রকাশবাবুর অভিযোগ, তাঁকে বলতে দেওয়া হয়নি। বলতে বলতেই মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন,'যে বিষয়ে কলকাতা পুরসভার কোনও সম্পর্ক নেই। সেই বিষয়ে আলোচনা করা উচিত নয়।'এদিন পুর অধিবেশনে আরও একটি প্রশ্ন রাখেন কাউন্সিলর দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন ছিল, ২০১৬ সালে সিঙ্গুরের টাটা কারখানা ভাঙার জন্য কলকাতা পুরসভার ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। উক্ত কাজের ব্যয়-বরাদ্দ পুরসভার অর্থ বিভাগ অনুমোদন করছেন কি? নিযুক্ত ঠিকাদারেরা তাদের পাওনা পেয়েছেন কি? এই বিষয়ে মেয়র উত্তর দিতে ওঠেন। তবে তিনি এর সঠিক উত্তর না নিয়ে সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা কি ছিল তা নিয়ে আলোচনা করলেন। এমনই অভিযোগ করেন দেবাশিষবাবু। এছাড়াও বারবার পুর অধিবেশনের তারিখ বদলানো হচ্ছে নিজেদের সুবিধার্থে। এমনটাই অভিযোগ বিরোধীদের। যে যার ইচ্ছে মতো অধিবেশনের তারিখ বদলাচ্ছে। এই বিষয়ে বাম প্রতিনিধি থেকে শুরু করে কংগ্রেস কাউন্সিলর সবাই সরব হয়ে ওঠে। দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখায় বাম প্রতিনিধিরা। প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ার কথা টেনে এনেই তাঁরা অধিবেশন কক্ষ ছেড়ে বেড়িয়ে আসে। তারপরই মেয়র এবং চেয়ারপার্সনের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বামেরা।

## উত্তাল পুর অধিবেশন

## গড়িয়ায় ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার: চাঁদা দিতে হবে। আবার সিন্ডিকেট থেকে নির্মাণ সামগ্রী নিতে হবে। এইভাবেই বাড়ছিল দাবিদাওয়ার লিস্ট। কিন্তু সেই দাবি না মানায় ব্যবসায়ীর উপর গিয়ে পড়ল কোপ। গড়িয়ার মহামায়াতলায় বুধবার এই ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। জানা গিয়েছে, বুধবার স্থানীয় ক্লাবের কয়েকজন সদস্য এসে বাড়িতে চড়াও হয়। তখনই ব্যবসায়ীর উপর হামলা চালায় তারা। ব্যবসায়ীর মাথায় চোট লাগে। আক্রান্ত ওই ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, 'বছরের পর বছর ধরে নানা ধরনের দাবি জানিয়ে আসছিল ক্লাবের ওই সদস্যরা। আমরা সেই দাবি মেনে নিইনি। তার জন্য প্রথম থেকেই আমাদের উপর রাগ ছিল ওদের। কখনও চাঁদা দিতে হবে, কখনও আবার তাদের বিনোদনের জন্য টাকা চাইত। এই সব না পাওয়াতেই এই হামলা।' দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তরা ওই ব্যবসায়ীকে হুমকি দিয়ে আসছিল বলেও অভিযোগ। চাঁদ মণ্ডল, অমিত মণ্ডল সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে ওই পরিবার। যদিও অভিযুক্তরা সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। উল্টে ওই ব্যবসায়ীর পরিবারের বিরুদ্ধে ক্লাবের এক সদস্যের উপর মারধরের অভিযোগ এনেছে। এক অভিযুক্ত জানিয়েছে, পাড়ার কুকুরকে মারা নিয়েই গোলমাল হয়। ব্যবসায়ীর বাড়ির লোকজনই কুকুরকে মারে। এই নিয়ে প্রতিবাদ করলে পাড়ার এক মহিলার উপর তারা চড়াও হয়। আমাদের এক ক্লাবের সদস্যকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। তার জন্য ৬টা সেলাই পড়ে। যদিও ওই ব্যবসায়ী সেই কথা মানতে নারাজ। গোটা ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। আক্রান্ত ব্যবসায়ীর বাবা জানিয়েছেন, 'বিভিন্ন সময় ক্লাবের সদস্যরা টাকা চাইত। আমি বাড়ির কাজ করার সময় টাকা চায় ওরা। আমি তখন তাদের ৬ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। বিভিন্ন সময় হুমকি তো দিচ্ছিলই। কিন্তু গতকাল যেটা করেছে সেটা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ওরা বাড়িতে চড়াও হয়। চাঁদ মণ্ডল নামে একটি ছেলে আমার দিকে তেড়ে আসে। আমার ছেলেকে মারধর করে।' ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে রয়েছে পরিবার।

## খিদিরপুরে ডেঙ্গিতে মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার: আবার শহরে ডেঙ্গি আতঙ্ক। এবার ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটেছে খিদিরপুরে ওয়াটগঞ্জে। এই এলাকায় একটি বাড়িতে সপরিবারে ভাড়া থাকতেন নুরজাহান খাতুন (৪০) নামে এক মহিলা। বৃহস্পতিবার ভোরে ইকবালপুরের একটি বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মৃত্যু হয় তাঁর। চিকিৎসকরা মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডেঙ্গির কথাই উল্লেখ করেছেন। যদিও পুরসভার পক্ষ থেকে খিদিরপুর এলাকার ডেঙ্গির উপস্থিতিকে অস্বীকার করেছে। তবে ডেঙ্গি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

## আন্দোলনে কংগ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার: বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়াতে ফের পথে নামল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার রাফাল দুর্নীতি ও পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ইস্যুতে উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেস ও কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের যুব কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে মিছিল বের হয়। মিছিল শুরু হয় বিবেকানন্দ রোড থেকে।

## গণপতি বন্দনায়

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে মহারাষ্ট্র ভবনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্থানীয় সাংসদ সুব্রত বক্সি

## রাজ্যে আরও পাঁচ হাজার গাড়ি নামাচ্ছে 'ওলা'

স্টাফ রিপোর্টার: নিউটাউনে আয়োজিত বিশ্ব বাংলা বিজনেস সামিটে রাজ্য সরকারের ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সঙ্গে চলতি মৌ টুক্তি স্বারক্ষিত হয়েছিল ওলা'র। মৌ টুক্তি অনুসারে ওলা রাজ্যে ৫ হাজার কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়েছিল। সেই মৌ চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাঁচ হাজার গাড়ি নামানোর পরিকল্পনা নিয়েছে ওই অ্যাপ ক্যাব সংস্থা। প্রতম ধাপে ৫০টি গাড়ি রাস্তায় নামানো হয়েএছ। শীঘ্রই সারা রাজ্যের বিভিন্ন পারান্তে পাঁচ হাজার ওলা ফ্লিটের আওতায় চালানো হবে। প্রথম ধাপে ৫০টি গাড়ি বাজারে নামিয়েছে ওলা। বৃহস্পতিবার ফুড পার্কে পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সবুজ পতালাক নাড়িয়ে এই প্রকল্প চালু করেন। এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, নিন্দুকেরা বিজনেস সামিটকে নিয়ে কটুক্তি করেছিল তাঁর জবাব দেওয়া হল। এদিন পরিবহণ ক্ষেত্রে দূষণ নিয়েও নিজের চিন্তা ব্যক্ত করেন পরিবহণ মন্ত্রী। তিনি বলেন, বর্ষায় সময়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও শীতকালে অতিরিক্ত পরিমাণে বেড়ে যায়। গত বছর তার প্রমাণ আমর পেয়েছি। পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাতে দূষণ কমানো যায় সেই ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। বেশি পরিমাণে ব্যাটারি চালিত গাড়ি ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে। জলদিশা নামে জলযান বাত্রযানোর চেষ্টা করেছি। ওলা ফ্লিটের আওতায় থাকা গাড়ি চালকরা নতুন গাড়ির বাবদ চালকদের দিতে হবে। চার বছর বাদে এই গাড়ির মালিক হবেন চালকরাই। সাপ্রাইজ নিয়ে অভিযোগ আসছিল তা কমাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে মন্ত্রীর এদিন দাবি করেন। তিনি বলেন, যে বাড়তি টাকা তোলা হতো তা কমানো হয়েছে। আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার পর ওলা কমিয়ে নিয়েছে। কিন্তু উবের কর্তৃপক্ষকে বারংবার বলা হয়েছিল। বলার পরেও তারা সার্জপ্রাইজ কমাবার দিকে জরুরি পদক্ষেপ নেয়নি। এ নিয়ে দিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন পরিবহণমন্ত্রী।

## ফের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ মেয়রের

স্টাফ রিপোর্টার: ইতিমধ্যেই স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়কে মামলার খরচ বাবদ এককালীন ৭০ হাজার টাকা ও মেয়ে সুহানি চট্টোপাধ্যায়কে পড়াশুনা বাবদ মাসে ৪০ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আর এর পরেই স্ত্রীর বিরুদ্ধে ফের পর্ণশ্রী থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেহালার পর্ণশ্রীর বাড়িতে অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ তুলেছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। আর স্ত্রীর বিরুদ্ধে পর্ণশ্রী থানায় এদিন লিখিত অভিযোগ করেন মেয়র। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগই খারিজ করে দিয়েছেন রত্না চট্টোপাধ্যায়। মেয়রের বক্তব্য, 'বেহালার পর্ণশ্রীর যে বাড়ি থেকে আমি আমার কাউন্সিলর হিসাবে কাজ চালাই, সেই ঘরে জোড় করে ঢুকে সমস্ত তছনছ করেছেন রত্না চট্টোপাধ্যায়।' যে বাড়িতে জোড় করে ঢোকার অভিযোগ রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে, সেই বাড়ির নীচতলার একটি ঘর থেকে পুরসভার কাজ চালান বেহালার ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শোভন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'এই অফিসেই অনুমতি ছাড়া ঢোকেন রত্না চট্টোপাধ্যায়। এবং সেখানে থাকা সমস্ত কাগজপত্র ও জিনিস বাইরে ফেলেও দিয়েছেন। আর সবটাই করেছেন গায়ের জোড়ে। অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করেননি।' তবে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের করা সমস্ত অভিযোগই মিথ্যে বলে মন্তব্য রত্না চট্টোপাধ্যায়ের। পাল্টা তিনি বলেন, 'সম্পূর্ণ মিথ্যে অভিযোগ করছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। আমি কোথাও জোড় করে ঢুকিনি।' তাঁর আরও সংযোজন, 'আমি গণেশ পুজো করতে অনুমতি চেয়েছিলাম। পুজোর জন্যই সমস্ত কিছু ফাঁকা করে এক জায়গায় সরিয়ে রেখেছি। কিছুই ফেলে দিইনি। পুজো হয়ে গেলে আবার সবকিছু গুছিয়ে দেব।' তবে গণেশ পুজোর অনুমতি পাননি বলেও মেনে নিয়েছেন তিনি।

রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'আমি গনেশ পুজোর অনুমতি চেয়েও সম্মতি পাইনি।' পর্ণশ্রী থানা সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই মেয়রের লিখিত অভিযোগ তারা পেয়েছে, গোটা বিষয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনে কথা বলা হবে মেয়র স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও।

# পুজোয় পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে প্রস্তুত সিইএসসি

## আজ থেকে চালু দু'টি হেল্পলাইন ● পর্যবেক্ষণে নোডাল অফিসার

স্টাফ রিপোর্টার: প্রতিবছরের মতো এবারও কলকাতা ও হাওড়া শহর এলাকায় পুজো কমিটিগুলিকে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে প্রস্তুত সিইএসসি। বৃহস্পতিবার সিইএসসি-এর পুজো পরিকল্পনা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান ভাইস প্রেসিডেন্ট (ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভিস) অভিজিৎ ঘোষ এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট (সিস্টেম অপারেশন) সন্দীপ পাল। অভিজিৎ ঘোষ বলেন, পুজোর সময় দুই শহরকে আরও বেশি উজ্জ্বল করতে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে দুর্গাপুজোয় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এবছর কম বেশি ৪১৬৩টি পুজো প্যান্ডেলের আবেদন আসবে বলে আশা করছি। এর মধ্যে ছোট-বড়ো বহু পুজো রয়েছে। এখনও বেশি আবেদন না এলেও হেল্পলাইন আজ থেকে চালু করা হয়েছে যেখানে আবেদনের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও এই সমস্ত পুজো প্যান্ডেলগুলির দেখভালের জন্য শতাধিক নোডাল অফিসার নিযুক্ত বলে জানা গিয়েছে। অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু হওয়ার পথে এবছর ১৬টি সিঙ্গেল উইন্ডো হাওড়া ও কলকাতার বিভিন্ন পুরদফতরে রাখা হচ্ছে। যেখানে উদ্যোক্তারা পুরসভার পুলিশ, ফায়ারব্রিগেড ও সিইএসসি-এর থেকে একই সঙ্গে অনুমতি পাবেন। ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে হেল্পলাইন নম্বর ৯৮৩১০৭৯৬৬৬ এবং ৯৮৩১০৮৩৭০০ নম্বরে ফোন করলে বিস্তারিত জানতে পারবেন উদ্যোক্তারা। শুক্রবার কলামন্দিরে পুলিশ, সিইএসসি, ফায়ারব্রিগেড সহ কলকাতার পুজোর সময় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অফিসারদের বিশেষ বৈঠক বসতে চলেছে গোটা বিষয়টি এখানে ঠিক হয়ে যাবে। এরপর পুজো কমিটিগুলির কত বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে সেই অনুযায়ী আবেদন করতে পারবেন।

অভিজিৎ ঘোষ আরও জানান, দুই শহরের নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করবে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা। বিগত বছরগুলির মতো এবারেও যাতে পুজো শান্তিপূর্ণভাবে, আরও উজ্জ্বলভাবে হয় তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত সিইএসসি। গত বছর সবচেয়ে বেশি লোড নিয়েছি। বালিগঞ্জ দুর্গাপুজো সমিতি (ম্যাডক্স স্কোয়ার), তারপরই ছিল নিউল্যান্ড পুজো কমিটি এবং দেশপ্রিয় পার্ক। এবারেও এই সমস্ত পুজো কমিটিগুলি থেকে বেশি বিদ্যুতের চাহিদা আসতে পারে। অন্যদিকে, হাওড়া শহরে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুতের জন্য আবেদন করেছিল হাওড়া সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেন্টার এবং বালি দেশবন্ধু ক্লাব। এবারেও একই আবেদন আসতে পারে। কলকাতার প্রধান ১২টি পুজো বিদ্যুতের চাহিদা ৩৭০ থেকে ১০০ কিলোওয়াটের মধ্যে থাকে। তবে হাওড়ার ১০টি পুজোর বিদ্যুতের চাহিদা ৭৫ থেকে ৩০ কিলোওয়াটের মধ্যেই থাকে। অভিজিৎবাবু আরও বলেন, চাহিদা মতো বিদ্যু সরবরাহ করতে কোনও অসুবিধা নেই সিইএসসি'র।

## চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীমৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার: আরও একবার চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুর ঘটনা শহরে। নিউ আলিপুরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসা চলাকালীন এক মহিলার মৃত্যু হয়। মৃতার নাম শর্বাণী মজুমদার। চিকিৎসার গাফিলতিতেই ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে পরিবার। এই অভিযোগে নিউ আলিপুরের ওই নার্সিংহোমে বিক্ষোভও দেখান রোগীর আত্মীয়-পরিজনেরা। জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন জ্বর নিয়ে আগে নিউ আলিপুরের আরোগ্য নার্সিংহোমে ভর্তি হন। গত রবিবার তিনি বেড থেকে পড়ে যান। তাতে গুরুতর চোট পান শর্বাণীদেবী। তাঁকে ভেন্টিলেশনে শিফট করতে হয়। তারপর থেকে ভেন্টিলেশনেই ছিলেন শর্বাণীদেবী। বুধবার রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের অভিযোগ, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্যই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার রাতে যখন শর্বাণীদেবী বেড থেকে পড়ে যান তখন তাঁর দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন এক নার্স। সেই নার্স ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাই রোগী পড়ে গেলেও সে ব্যাপারে তার হুঁশ ছিল না। নার্সের রোগীর গাফিলতির জন্যই রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে মৃতার পরিবার ও আত্মীয়রা নার্সিংহোম চত্বরে বিক্ষোভও দেখান। বেহালা থানায় নিউ আলিপুরের নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগও দায়ের করেছে পরিবার। তাদের বক্তব্য, 'যেদিন নার্সিংহোমে রোগীকে আনা হয়েছিল সেদিন রোগী কথাও বলছিলেন। তত খারাপ অবস্থা ছিল না। কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি করার পরেই এই তাঁর অবস্থা খারাপ হয়। হাসপাতালের গফিলতিতেই এই অবস্থা হয়েছে। রোগীর যে মত্যু হবে, আমরা ভাবতেও পারিনি।' রোগীর এক আত্মীয়ের কথায়, 'সামান্য জ্বর ছিল রোগীর। যা ঘটেছে সেটা হাসপাতালের গাফিলতির জন্যই। রোগী ভর্তি করে প্রতিদিন দু'হাজার টাকা করে বেডের ভাড়া নিয়েছে। অথচ কোনও দায়িত্ব পালন করেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।' পরিবারের আরও অভিযোগ, টাকা নিয়ে গেছে, অথচ হাসপাতালের পরিকাঠামোয় যে গলদ রয়েছে তাতে নজর দেয়নি। বেডও ঠিক অবস্থায় নেই। স্ক্রু খোলা অবস্থায় রয়েছে বেড। পরীক্ষা করে দেখার লোক হচ্ছে না। একটা রোগী বেড থেকে পড়ে গেল, অথচ সেটা দেখতেই পেল না কেউ। চোট পেয়ে রোগীকে আইসিইউতে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে এমন চিকিৎসা হল যে রোগীর প্রাণ চলে গেল। গৃহবধূর মৃত্যুতে মা হারা দুই খুদে। ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছে শর্বাণী মজুমদারের পরিবার। যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। রোগীর বেড থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনা বলে যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছে নিউ আলিপুরের ওই নার্সিংহোম।